পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীচরণে প্রণাম

রাস্বা

সাত্বত বার্তা

যোগপ্রভা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

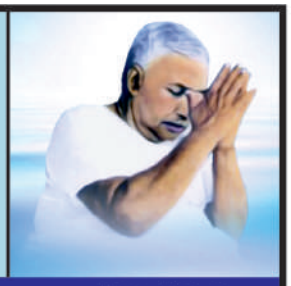

VOLUME 5 ISSUE 3 | APR-MAY-JUN 2019 | Pages - 4 | SATWATA BARTA | KOLKATA

সম্পাদকীয়

আলো জ্বলে আমার ঘরে
প্রদীপ সোনালী আলো
আমার ভাবে ঠাকুর আছেন
তাইতো সবই ভালো।

মলিন গাছ শুকিয়ে মূল
কুঁড়ি আছে, নেইতো ফুল
আমার জীবনে তিনিই আছেন
প্রদীপ সোনালী আলো।

ইষ্টগৌরবে পুণ্য বিভব
যাজনেতে সব ভালো
আমার ভাবে প্রেমের ছবি
প্রদীপ সোনালী আলো।

ঠাকুরের উৎসব
যেন প্রাণ কলরব
প্রতি মনে তাঁরই বাসা
প্রদীপ সোনালী আলো।

ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদক ● সাত্বত বার্তা

সত্যানুসরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

স্পষ্টবাদী হও, কিন্তু মিষ্টভাষী হও।

ব'লতে বিবেচনা কর, কিন্তু ব'লে বিমুখ হ'য়ো না! যদি ভুল ব'লে থাক, সাবধান হও! ভুল ক'রো না।

সত্য বল, কিন্তু সংহার এনো না।

সৎ কথা বলা ভাল, কিন্তু ভাবা, অনুভব করা আরোও ভাল।

অসৎ কথা বলার চেয়ে সৎ কথা বলা ভাল নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে করা ও অনুভব না থাকলে কী হ'লো - বেহালা, বীণা যেমন বাদকানুগ্রহে বাজে ভাল, কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব ক'রতে পারে না।

যে অনুভূতির খুব গল্প করে অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না, তার গল্পগুলি কল্পনামাত্র বা আড়ম্বর।

যত ডুববে তত বেমালুম হবে।

যেমন ডালিম পাকলেই ফেটে যায়, তোমার অন্তরে সৎভাব পাকলেই আপনি ফেটে যাবে — তোমার মুখে তা' প্রকাশ ক'রতে হবে না।

যে-খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবে।

বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিভে যেও না। বিস্তারই জীবন, বিস্তারই প্রেম।

যে-কর্ম্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম্ম; আর, যাতে মনে সংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে; ফলকথা, যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম্ম।

যে-কর্ম্ম মানুষের কাছে ব'লতে মুখে কালিমা পড়ে, তা' ক'রতে যেও না। গোপন যেখানে ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ে সেইখানেই দুর্ব্বলতা, সেইখানেই পাপ!

যে সাধনা ক'রলে হৃদয়ে প্রেম আসে, তাই কর; আর যাতে ক্রূরতা, কঠোরতা, হিংসা আসে, তা' আপাততঃ লাভজনক হ'লেও তার কাছে যেও না।

তুমি যদি এমন শক্তি লাভ ক'রে থাক, যাতে চন্দ্র-সূর্য্য কক্ষচ্যুত ক'রতে পার, পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা-টুকরা ক'রতে পার বা সব্বাইকে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে দিতে পার, আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে তোমার কিছুই হয়নি।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় রচিত একাঙ্ক নাটক)

রচয়িতা : **সাধন মণ্ডল**, আই. পি. এস (অবসরপ্রাপ্ত), সহ-প্রতিঋত্বিক

পূর্বে প্রকাশিতর পর

রতন : আপনার মতো তো আমরা সকলে হয়ে উঠ্‌বো না দাদা। আপনি বলেন না জৈবী-সংস্থিতি-সেটাও তো একটা ব্যাপার।

অবিনাশ : (রেগে গিয়ে) থামো তো - আমার মতো? আমি আবার কি হয়েছি? এ সব শুনলে আমরা নিজের গালে নিজে চড় মারতে ইচ্ছে করে। তোমরা আমার সাথে ঘোরাঘুরি কর - কথা শোনো, তাই অনেক কিছু বলতে পারি না - কোথায় পাব মানুষ? গুরুভাই হলেই তো হলো না। ভাই হয় এক মায়ের - বাপের কোলে জন্মালে। গুরুভাই হয় - যে গুরুকে নিয়ে সদা সর্বদা চলে - তাঁর ভাবনায় ভাবিত থাকে - তবেই না তাকে দেখে impulse হয় - আপন মানে হয় - নইলে সে তো গুরুতর ভাই। গুরুর নাম মুখে আনে না, জয়গুরু দেয় না - দীক্ষা কখনো পেয়েছিল, এসে দাঁড়ায় গুরুভাই বলে - কেবল ধাপ্পাবাজী।

নিখিল : রাগ করবেন না দাদা। ওরা খুব আগ্রহ দেখিয়েছে উপযোজনা কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে। আপনার কাছে ওদের নিয়ে আসবো - উপযুক্ত মনে করলে দায়িত্ব দেবেন।

অবিনাশ : শোনো নিখিল ভাই। দাদা বাবাইদার নির্দেশ Whatsapp এ দেওয়া হয়েছে। তার Leaf let আমার কাছে আছে নিয়ে যাও। অনেকগুলো করণীয় আছে। মোদ্দা কথা মানুষকে ইষ্টমুখী করে তুলতে হবে - আর ইষ্টভৃতিটা Basic জিনিষ (অবিনাশ উঠে গিয়ে একগুচ্ছ Leaf let এনে ওদের হাতে দিলেন) পড়-পড় বুঝে নাও ভাল করে।

(নাতনী পিঙ্কির স্কুল ড্রেসে প্রবেশ - ঠাকুর ও দাদাকে প্রণাম)

পিঙ্কি : (দাদুর কোলে উঠে - কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে) - 'দাদু চকোলেট নেব'।

অবিনাশ : দিদিভাই দাঁড়াও - (উঠে গিয়ে একমুঠো চকোলেট এনে) নাও কয়টা নেবে।

পিঙ্কি : দুটো - আমার আর আমার বন্ধুর।

অবিনাশ : মেয়ে বন্ধু না ছেলে?

পিঙ্কি : ধ্যাৎ - আমি ছেলে বন্ধু করিই না।

অবিনাশ : কে তোমাকে স্কুলে দিতে যাচ্ছে বাবা না মা?

পিঙ্কি : মা।

অবিনাশ : মার জ্বর হয়েছিল না? চল আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পিঙ্কি : না না আমার মার জ্বর ছেড়ে গেছে। আমাকে জামা পরালো, জুতো পরালো।

এর পর পরবর্তী সংখ্যায়